ফিরছি একটা বিরতির পর
নিরুপম চক্রবর্তী

বিরতিটা কীসের তা বুঝে উঠতে পারছি না।
হয়তো যুদ্ধের বা বিজ্ঞাপনের—
তবু এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে,
ফেরাটা অবশ্যম্ভাবী।

তাই হয়তো বা আরো বড়ো কোনো চমক
অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।
বস্তাপচা লাশের গন্ধ কিংবা
পুড়তে থাকা মনুষ্যত্বের কটু ঘ্রাণ
সহ্য করে যেতে হবে।

আমাদের চামড়া এখন গণ্ডারের থেকেও মোটা।

সে কারণে সব বিরতির পর ফেরাটা
যতই অসহ্যকর লাগুক না কেন
মেনে নেওয়ার সরলরৈখিক পথে হাঁটতে থাকা মানুষ
প্রথাগতভাবে শোকাশ্রু মুছে ভাবে
আবার কখন একটা বিরতি আসবে।

শোকপালনের জন্যেও একটা যে বিরতি দরকার!

মরিচ ঝাঁপির বাঙালী আজ কোথায়
সুশীল পাঁজা

চোখের ভিতরে থাকে জল, ফোঁটা ফোঁটা জল
মাঝখানে নীল পদ্মের ঘনঘোর রত্নের মণি
শিশুর জন্ম দিয়ে জননী পেয়ে যায় পৃথিবীর
শ্রেষ্ঠ খনি!
ঝাপসা চোখে দেখে নেয় মা, অসহায় শিশুর
চোখের কান্নার জল!
এভাবে সমুদ্রের জল, নদীর জল আর বৃষ্টির জল পায়
মেঘের আকাশ, মাটি ও গাছেদের শরীর;

দুঃখ-সুখের ইতিহাসে থাকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
আর হিংসার তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের দূষিত পানীয়
যা আসলে প্রতিবেশী মানুষের বেদনা বিষাদের
রক্তমাখা চোখের জল!

জলের ভিতরে থাকে জীবন, এ সত্য জেনে ফিরে গ্যাছে মরিচ ঝাঁপির
আশ্রয়হীন তৃষ্ণার্ত জনগণ!
মনোহর দাস তড়াগের পানা ভর্তি জল, খেয়েছিলো উনিশশো আটাত্তরের
তিলোত্তমা শহর কলকাতায়...
বুদ্ধিজীবী-কবি ও সাংবাদিক জানো কি তোমরা?
ওইসব উদ্‌বাস্তু বাঙালি এখন কোথায়!

এই দৃশ্য আজও চোখে ভাসে জলের আয়নায়
আসলে তখন থেকে বিশুদ্ধ জল নেই আর
ফোঁটা ফোঁটা চোখের পচা জল
শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ আমার...

ইচ্ছামৃত্যু
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মজের মুখে হাসি চেয়েছিল যে সমস্ত মৃত্তিকার পাখি
নিজের নিজের নীড়ে তারা আজ কেউ কেউ ভীষণ একাকী
কেউ কেউ অন্ধকারে শাবকের শরীরের ঘ্রাণ নিতে চায়
কেউ কেউ চুপি চুপি সঙ্গোপনে নোনাজলে প্রদীপ ভাসায়
অ্যালবামের পাতা খুলে কেউ কেউ খোঁজে চেনামুখ
কেউ কেউ বুঝে নেয়–ইদানিং সভ্যতার দারুণ অসুখ
বড় বড় ইমারৎ, বড় বড় স্বপ্ন-সাধ, বড় বড় কথকতা তার
দুয়ারের অন্যপারে আদিগন্ত সূচীভেদ্য নিঃসীম আঁধার
একটি বা দুটি প্রাণ, টলমল টলমল, ছেঁড়া ছেঁড়া বাঁচা
কখনও আবাস ছিল, আজ সেটা বদ্ধ ডানা বড় ছোট খাঁচা
সেইসব নাবিকেরা আলো ছুঁতে ভাসিয়েছে সাতরঙা তরী
অথচ পিছনে তার নিজাবাসে অকস্মাৎ আলো গেছে চুরি
সে সমস্ত খেচরেরা বেঁচেছিল সন্তানের হাসি আশা করে
আজ তারা কেউ কেউ একা একা কেঁদে কেঁদে মৃত্যু চেয়ে মরে।

প্রতিবাদ
অদীপ ঘোষ

আগুনের ভয়ে ওরা কিছুতেই কোনো আলো জ্বালতে দেবে না।
অথচ তাদেরই হাত গ্রন্থাগার আগুনে পোড়ায়
বিশুদ্ধ হাওয়াকে ওরা কিছুতেই বইতে দেবে না
নির্বিকার ভাবে তাই হাওয়ায় ছড়ায় ঘন বিষ

এভাবেই সমতল পাহাড় জঙ্গল নদী মারাত্মক অসুখে ভুগছে
ফলত দিনেই সব রাস্তা জুড়ে প্রেতাত্মার ভিড়
তাদের বিকট মূর্তি উৎকট ছায়া ফেলে স্বপ্নে জাগরণে
চুপচাপ সব কিছু বেদখল হচ্ছে দেখে পিঁপড়েও জোট বাঁধে
যৌথ আক্রমণে ব্যাধ বাধ্য হয়ে অন্ধকারে ঢোকে

একলব্য
বিজয়া দেব

তাকে দেখি অস্থি চর্মসার।
উদ্বাহু সময় বিলিয়ে দিয়েছে
তাকে রৌদ্রতাপে, শীৎকারে ব্যূহে।
ছেঁড়া ধুলোটে কম্বল চাপানো দেহে
বটের ঝুরির মত চুল জুড়ে জট,
শিশুর কঙ্কাল বুকে চেপে
বসে আছে রাজপথে

মাছির আবর্তে কত নিহিত সংলাপ
শব্দতরঙ্গ ভাসে মাইক্রোফোনে
ইথার তরঙ্গে আহা স্বপ্নকল্প রাগ।
এই পৃথিবীর নাকি নবজন্ম হবে,
রাজা হবে, রাণী হবে, হবে সাতমহলা
বাড়ি। ব্যগ্রপদে ছন্নমতি পথে
ঘুরে ঘুরে মাথা খুঁড়ে যৌবন বিলাস,

শুধু একা একলব্য জেগে থাকে...
শুধু একা একলব্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিলিয়ে দিয়েও
শরক্ষেপে ছিন্ন করে
মুখ ও মুখোশ।